দৈনিক জনকণ্ঠ

NAY 17 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শরীফ হত্যার বিচার হবে কি?

# ঢাকা পলিটেকনিক এখন এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের চারণভূমি

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এখন এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের চারণভূমি। দীর্ঘস্থায়ীয় এক সন্ত্রাসী ক্ষমতাসীন দলের লেবেল গায়ে এঁটে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে। তারা প্রতিমাসে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছে। চাঁদার আধিপত্য নিয়ে লড়াইয়ে কিছুদিন আগেও সেখানে ছাত্র খুন হয়েছে।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্র শরীফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

## ঢাকা পলিটেকনিক (প্রথম পাতার পর)

পরেও সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ খুনের ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এখন হত্যা মামলাটির ভবিষ্যত নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। ইনস্টিটিউটের একাধিক সাধারণ ছাত্র ধারণা করছে, দেশের অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের মতো শেষ পর্যন্ত শরীফুল হত্যাকাণ্ডের সুবিচার হবে না। তাদের আশঙ্কা, রাজনৈতিক তদ্বির কিংবা প্রভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত খুনীরা পার পেয়ে যাবে। উল্লেখ্য, গত ২৭ এপ্রিল শনিবার রাতে ঢাকা পলিটেক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের দু' দল সন্ত্রাসী ছাত্রের বন্দুকযুদ্ধে শরীফুল খুন হয়।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই শরীফ খুন হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তেজগাঁও শিল্প এলাকার ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ আমলে বিতাড়িত ছাত্রদলের ক্যাডার ছাত্ররা পুলিশের সহায়তায় রাতের আঁধারে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন আবাসিক হলে সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ এবং দখল করে নেয়। ছাত্রলীগের নেতাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মারধর করে হল থেকে বিতাড়িত করে নিজেরা হলে অবস্থান নেয়। কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন কারণে ছাত্রদলের নেতারা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তেজগাঁওয়ের বেগুনবাড়ি এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী সরকারের পুরস্কার ঘোষিত টপটেরর আলাউদ্দিন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের এই সুযোগটি কাজে লাগায়। ছাত্রদলের কিছু বিদ্রোহী নেতাকর্মীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ তুলে দেয়। ইতোপূর্বেই শিল্প এলাকার স্থানীয় এক বিএনপিদলীয় রাজনৈতিক নেতা এ দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের ক্যাডারদের বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ দিয়ে প্রতিপক্ষ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের শায়েস্তা করার নির্দেশ নেয়। ফলে ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপ মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ, বোমা নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। কিছু দিন আগে এমন একটি সংঘর্ষের সময় জহির রায়হান আবাসিক হলের চারতলার ৪১২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র শরীফুল ইসলাম উঁকি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একদল সশস্ত্র ছাত্র প্রতিপক্ষ দলের ক্যাডার ভেবে তাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

পুলিশ মামলার প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে শিল্প এলাকার স্থানীয় একটি সূত্র জানায়। ধারণা করা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত শরীফুল খুনে জড়িতরা এ মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারে